যুগান্তর

তারিখ 06 MAR 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের অধীনে আসছে সব ডিপ্লোমা কোর্স

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা কোর্সের পর এবার দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত সব বিষয়ের ডিপ্লোমা কোর্স অচিরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অধীনে আসছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্সভেদে মেয়াদ কোথাও এক বছর, কোথাও দেড় বছর আবার কোথাও দুই বছর মেয়াদে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। একেক প্রতিষ্ঠানে একেক সময় পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোথাও দুই পেপার আবার কোথাও তিন পেপারের পরীক্ষা নেয়া হয়। ফলাফলও প্রকাশিত হয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক। ডিপ্লোমা চিকিৎসা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে বিএসএমএমইউর অধীনে আনার প্রক্রিয়া চলছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, খুব শিগগিরই সব ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ এক বছর করা হবে। শুধু তাই নয়, আগের মতো প্রাক-যোগ্যতা হিসেবে ভর্তিচ্ছু চিকিৎসকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে না। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সরকারি-বেসরকারি যে কোন চিকিৎসক পছন্দসই কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে বিএসএমএমইউতে ভর্তিসহ অন্য সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ছয় মাস বিভিন্ন বইপুস্তক ও ছয় মাস হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীদের সবার জন্য লগ বই থাকবে। ছয় মাস পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মূল্যায়ন করবেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও মূল্যায়নকারী শিক্ষকের গ্রিন সিগন্যাল না পেলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না। মূলত ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার মানের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এসব ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (শিক্ষা) প্রফেসর ডা. রুহুল আমিন মিয়া ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোঃ আবদুল আলীমকে সদস্যসচিব করে গঠিত ৪০ সদস্যের একটি কমিটি সব ডিপ্লোমা কোর্সকে বিএসএমএমইউর অধীনে পরিচালনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশোধনী আনার ব্যাপারে সুপারিশ করেছে। খুব শিগগিরই সিন্ডিকেটে তাদের প্রস্তাবনা পাস হবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৬টি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। এ বিষয়গুলো হল— ডিপ্লোমা ইন অ্যানেসথেসিওলজি, চাইল্ড হেলথ, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি, বক্ষব্যাধি, চর্ম, ফরেনসিক, কার্ডিওলজি, অর্থোপেডিকস, ডেন্টাল, রক্তপরিসঞ্চালন, চক্ষু, গাইনি, নাক, কান ও গলা এবং ডায়াবেটিস ইত্যাদি। চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকায় শিক্ষার যথোপযুক্ত মান ছিল না। তাছাড়া ভর্তি পদ্ধতির ত্রুটির কারণে কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকায় বিপুলসংখ্যক চিকিৎসক ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন। যোগ্য চিকিৎসকদের কোর্সে ভর্তির সুযোগ করে দিতে এবং অভিন্ন শিক্ষার মান বজায় রাখতে অভিন্ন নিয়ম করা হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ যুগান্তরের এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে জানান, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা কোর্সে শত শত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করলেও তাদের গুণগতমান নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত না করেই বিভিন্ন কোর্স খোলা হয়েছে। বর্তমান নিয়মে ভর্তির যোগ্যতা থাকলে পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে ডিপ্লোমা করতে ইচ্ছুক সে বিষয়ে তার এক থেকে দেড় বছরের বাস্তব প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। অভিযোগ রয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নানাভাবে ম্যানেজ করে প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন শিক্ষার্থীরা। এক্ষেত্রে সরকারি অনেক চিকিৎসক যারা গ্রামগঞ্জে ৫-৭ বছর চাকরি করেন, তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকায় তারা ভর্তির সুযোগ পান না। তাছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতিতেও ভিন্নতা রয়েছে। কোথাও দুই বিষয়ে, কোথাও তিন বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা হয়। ভাইভা পরীক্ষায় মুখ চিনে নম্বর দেয়া হয়। বিএসএমএমইউ'র প্রোভিসি (শিক্ষা) প্রফেসর ডা. রুহুল আমিন মিয়া জানান, দেশের সব ডিপ্লোমা কোর্স তাদের অধীনে পরিচালিত হওয়ার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খুব শিগগিরই তাদের প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলো সিন্ডিকেটে উত্থাপন করা হবে। তাদের অধীনে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে উন্নত প্রশিক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।